দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 DEC 2006
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

কলারোয়ায় বিধিবহির্ভূতভাবে কলেজ মাদ্রাসা ও স্কুল খোলার হিড়িক

॥ কলারোয়া (সাতক্ষীরা) থেকে সংবাদদাতা ॥

কলারোয়ায় বিধি বহির্ভূতভাবে কলেজ, হাইস্কুল, মাদ্রাসা, খোলা ও কম্পিউটার শিক্ষকসহ শতাধিক সেকশন টিচার নিয়োগের তথ্য পাওয়া গেছে। জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৭৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য ১টি কলেজ, ২০ হাজার জনসংখ্যার জন্য ১টি মাদ্রাসা ও ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য ১টি হাইস্কুল খোলার কথা। সরকারি এই নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানে কলারোয়ায় ২ লাখ ২০ হাজার ৬শ' জনসংখ্যার জন্য ৫টি কলেজ, ২২টি হাইস্কুল ও ১১টি মাদ্রাসা অনুমোদন হওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ভুয়া তথ্য সন্নিবেশ করে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ইতিমধ্যে কলারোয়া উপজেলায় ১১টি কলেজ, ৪৮টি হাইস্কুল, ৩৮টি মাদ্রাসা অনুমোদন দিয়েছে। কলারোয়া পৌরসভায় ২০ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ৯টি হাইস্কুল ও দুইটি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির ঘটনাও ঘটেছে। অপরদিকে ১১টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা থাকলেও ২৫টি মাদ্রাসা, ২২টি হাইস্কুল হওয়ার কথা থাকলেও ৩৯টি হাইস্কুল ও ৫টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ১০টি কলেজ এমপিওভুক্ত হয়েছে। ১০টি কলেজ কলারোয়ায় হওয়ার পরেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নামে একটি কলেজ করার জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। সূত্র জানায়, বিগুণের বেশি শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে বেকার সমস্যা ও একশ্রেণীর লোকের ব্যবসায়িক মনোভাব। এদিকে চাহিদার বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় সেগুলো প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রবীণ শিক্ষক বলেন, স্কুল কমিটির স্বেচ্ছাচারিতার কারণে স্কুলে বিদ্যুতের সংযোগ ও কম্পিউটার না থাকলেও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে সেকশন টিচার নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।